সংবাদ

তারিখ ... 20 SEP 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৮ ...

গ্লোবাল একশন সপ্তাহ ২০০৯ উদযাপন

(২০-২৬ এপ্রিল)

(গতকালের পর)

অবহিতকরণ সেমিনার

উপর্যুক্ত প্রতিবেদনটির ওপর দেশের ৬টি বিভাগে অবহিতকরণ সেমিনার আয়োজন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ২৬ এপ্রিল ২০০৯ পটুয়াখালী জেলায় স্পিড ট্রাস্ট ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ আয়োজনে এবং ইউনেস্কো-বাংলাদেশের সহায়তায় গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০৯-এর অবহিতকরণ সেমিনার আয়োজিত হয়। বিভিন্ন অবহিতকরণ অধিবেশন আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল :

* জনগণকে সাক্ষরতা ও শিক্ষার মান সম্পর্কে অবগত করা ও এই বিষয়ে সচেতন করা।

* আঞ্চলিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টের প্রাপ্ত উপাত্তগুলো উপস্থাপন করা, এ ধরনের সমীক্ষার ইস্যু নির্ধারণ ও গুণগতমান বৃদ্ধিতে মৌলিক শিক্ষার বিভিন্ন ইস্যু তাৎপর্যচিত্র তুলে ধরা;

* উপর্যুক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মতামত গ্রহণ করা এবং করণীয় সম্পর্কে মতবিনিময় করা এবং

* ভবিষ্যৎ প্রতিবেদনের জন্য ইস্যু নির্ধারণ করা হয়।

উপর্যুক্ত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন পটুয়াখালী জেলার মেয়র মোস্তাক আহমেদ পিনু, প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা গোলাম নবী, বিশেষ অতিথি ছিলেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পুষ্প রানী সাহা এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জেসমিন বেগম। স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন স্পিড ট্রাস্টের সেক্টর কো-অর্ডিনেটর মো. শহীদুল হোসেন।

গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টের ওপর উপস্থাপনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযান উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক মো. মাহফুজুর রহমান।

উল্লিখিত মতবিনিময় সভা ও অবহিতকরণ সেমিনারে জাতীয় পর্যায়ের এনজিও, নারী ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ ও সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেন।

গণ-আহ্বান (Wake up call)

গণসাক্ষরতা অভিযান ও ২১ ও ২২ এপ্রিল যথাক্রমে দ্য ডেইলি স্টার ও দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় বিভিন্ন দাবি দাওয়া সম্বলিত গণআহ্বান প্রকাশ করে। এই গণআহ্বানের মাধ্যমে দেশব্যাপী সর্বস্তরের মানুষের কাছে গ্লোবাল একশন সপ্তাহের বার্তা পৌঁছে দেয়া এবং সবার জন্য শিক্ষা সম্পর্কিত দাবিগুলো তুলে ধরার প্রচেষ্টা নেয়া হয়।

গ্লোবাল একশন সপ্তাহ ২০০৯ উপলক্ষে টিভি টকশো

গ্লোবাল একশন সপ্তাহ ২০০৯-এর প্রতিপাদ্য 'যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা' বিষয়ে গণসাক্ষরতার অভিযানের উদ্যোগে টকশো নির্মাণ ও বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে সম্প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়।

গত ২৪ এপ্রিল ২০০৯ সকাল সাড়ে ৯টায় বাংলা ভিশনে 'শিক্ষা ও সাক্ষরতা' শিরোনামে প্রথম টক শো প্রচারিত হয়। এতে সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাভিশনের চিফ অফ প্রোডাকশন শামসুদ্দিন হায়দার ডালিম এবং আলোচক ছিলেন সাউথ এশিয়া এডভোকেসি এন্ড ক্যাম্পেইন (ASPBAE)-এর কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ মুনতাসীম তানভীর ও গতি মিডিয়া লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরেফুন নূর তুষার। একই দিন সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে দেশ টিভিতে প্রচারিত হয় দ্বিতীয় টকশো, যার শিরোনাম ছিল 'যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা'। এই টকশোতে সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রতিকৃতি কমিউনিকেশনের ট্রেইনি ফ্যাসিলিটেটর আবদুল্লাহ জাফর, আলোচক ছিলেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক রেজাউল কাদের ও ইউনাইটেড নেশন্স ইনফরমেশন সেন্টারের অফিসার ইন চার্জ কাজী আলী রেজা।

গত ২৫ এপ্রিল ২০০৯ রাত সাড়ে ১০টায় বাংলা চ্যানেলের নিয়মিত অনুষ্ঠান 'মুক্ত সংলাপ'-এর সময় প্রচারিত হয় টকশো 'যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতা'। এ টক শোতে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন এটিএন বাংলার কারেন্ট নিউজ এক্সেয়ারর্সের চিফ মনজুরুল আহসান বুলবুল। আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (BIDS)-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. আনোয়ারা বেগম এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক এহছানুর রহমান।

গত ২৬ এপ্রিল ২০০৯ দুপুর ১২টা ৫ মিনিটে চ্যানেল আইয়ে প্রচারিত হয় টকশো 'যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতা'। এই টকশোর সঞ্চালক ছিলেন সাংবাদিক চিন্ময় মুৎসুদ্দী। আলোচনায় অংশ গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তাসনীম আতহার এবং সেভ দ্য চিলড্রেন-ইউএসএ-এর শিক্ষা সেক্টরের পরিচালক ম. হাবিবুর রহমান।

এই টিভি টকশো নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল যুব ও বয়স্ক শিক্ষা সাক্ষরতা পরিস্থিতি উন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং শিক্ষার উন্নয়নে করণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকার ও নীতিনির্ধারণী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

উপকরণ উন্নয়ন ও বিতরণ

গ্লোবাল একশন সপ্তাহ উদযাপনের অংশ হিসেবে পরিকল্পনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে এবারের প্রতিপাদ্য 'যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার আলোকে শিক্ষা-সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক পোস্টার, স্টিকার এবং বিভিন্ন তথ্য ও দাবিসংবলিত লিফলেট মুদ্রণ করা হয়। সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে এসব উপকরণের ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়।

অপরদিকে, এবারের গ্লোবাল একশন সপ্তাহ উদযাপনের জন্য উন্নীত উপকরণের অন্যতম ছিল 'বৃহৎ পঠন' (The Big Book) নামের একটি শিক্ষা ও সাক্ষরতাবিষয়ক সঙ্কলন। এই বৃহৎ পঠন সঙ্কলন প্রকাশের জন্য ভিত্তিতে সহযোগী সংস্থার সদস্যদের সমন্বয়ে ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। 'সবার জন্য শিক্ষা'র অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বৃহৎ পঠন সঙ্কলনে শিক্ষাবিষয়ক গল্প, বিভিন্ন কেইসস্টাডি, আত্মকথন, শুভেচ্ছা বাণী, আলোকচিত্র প্রভৃতি সন্নিবেশিত করা হয়। সঙ্কলনের শুরুতেই রয়েছে জিসিই'র সভাপতি কৈলাশ সত্যার্থীর আসুন সবাই মিলে পড়ি শিরোনামে একটি আন্তর্জাতিক আহবান এবং বিশ্বখ্যাত বর্ণবাদবিরোধী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ লেখা আমাদের শিক্ষা আমাদের স্কুল।

এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি শুভেচ্ছা বাণী। শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিষয়ে সর্বস্তরের জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও চলমান সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশের লক্ষ্যে বৃহৎ পঠন সঙ্কলনের জন্য এসব শুভেচ্ছা বাণী দিয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও গণসাক্ষরতা অভিযানের চেয়ারপারসন ফজলে হাসান আবেদ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। সঙ্কলনে মুদ্রিত হয়েছে স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের গল্প ফুলকলিদের পড়ালেখা, হুবার হাসানের কেন সাক্ষর হবো, গুর্ডানের রানী রানিয়ার লেখা গল্প পাহাড়ি মেয়ে মাহা, ব্রাজিলিয়ান লেখক পাওলো চেলোর পেদ্রিলের গল্প, মনসুর আহমেদ চৌধুরীর আত্মকথন আঁধার থেকে আলোয়, এবং ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষার আলোয় ফিরে আসা ও জীবন গঠনের সাফল্যগাথা।

এছাড়া অন্যান্য বছরের মতো সবার জন্য শিক্ষার নানা স্লোগান ও সংশ্লিষ্ট ছবিসম্বলিত বাংলা বর্ষপঞ্জি ১৪১৬ প্রকাশ করা হয়। শিক্ষা ও সাক্ষরতার পক্ষে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নীত উপকরণগুলো সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে ব্যাপক জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, মুদ্রিত লিফলেটের মাধ্যমে দেশের সরকার, উন্নত দেশ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা নিশ্চিত করা সংক্রান্ত দাবিগুলো তুলে ধরা হয়।

সরকার, উন্নত দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে উপস্থাপিত দাবিগুলো গ্লোবাল একশন সপ্তাহ উদযাপনের সহিশেষ উদ্দেশ্য হলো জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা।

আমরা ২০১৫ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনের জন্য চলমান অবস্থার মধ্যে আছি; কিন্তু সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের বয়স্ক শিক্ষার চার নম্বর লক্ষ্যটি এখনও উপেক্ষিত। এমতাবস্থায় আমরা যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা নিশ্চিত করা সংক্রান্ত দাবি আদায়ের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক ও রাজনীতিবিদদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারি।

চলবে

[সাক্ষরতা বুলেটিন, আষাঢ় ১৪১৬, জুন ২০০৯]